পট-সঙ্গীতে ও গণ-সংস্কৃতিতে সমসাময়িক গল্প-উপাদান

অচিন্ত বিশ্বাস

[১]

মৌখিক রীতির মধ্য দিয়ে চলে আসা (Orally transmitted) গল্প ভারতীয় লোক-জীবনে বহুল পরিচিত। এসবের মারফৎ গড়ে ওঠে নতুন নতুন মূল্যবোধ। নতুন ধরনের-চরিত্র ভাবনার পরিচয়ও কিছু পাওয়া যায়। তবে যে চলমান জীবন প্রবাহ ধর্মনিরপেক্ষ, আধুমক, ব্যক্তিমুখ্য তার সঙ্গে লোক-গলপের পরিচয় অল্প। লোক-গলপে গড়ে ওঠে বোকা বামুনের চরিত্র। সে বড়ই তালকানা। বাড়ির গিন্নি তিতিবিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়েই দিল। মনের দুঃখে বনে গিয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিল সে। ভগবান দেখা দিলেন। তিনি তাকে দিনেল পর পর দুটি যাদু শক্তি সম্পন্ন বস্তু। এমন এক থলি- যা ঝাড়লেই পাওয়া যাবে টাকা, এমন এক ধামা, যা ওল্টানো মাত্রই মিলবে পরিমাণ মতো মুড় মড়কি খাজা গজা। দুটি যাদু বস্তুই বদলে নিল এক ধূর্ত দোকানি! বোকা বামুন আবার আত্মহত্যার কথা ভাবন। আবার ভগবান এলেন। এবার দিলেন একটি লাঠি। ধূর্ত দোকানি পেল উত্তম মধ্যম। লাঞ্ছিত দোকানি তখন ফিরিয়ে দিল সেই যাদু বস্তুগুলি। টুনটুনির গল্পেও আছে বোকা বামুন। বাঘ তাকে খাঁচা খুলতে বলেছে। বাঘেরে কথায় বিশ্বাস করে সরল প্রাণে হুড়কো খুলে দিতেই বাঘ বলেছে 'হালুম'। তার উদ্দেশ্য- বামুনকে খাবে। সেকি! উপকারীর উপকার স্বীকার না করে উপরন্তু তাকে হত্যা করা। বাঘ চলল সাক্ষী জোগাড় করতে।

প্রথম সাক্ষী- জমির আল।

জমির আর বলছে- বিলক্ষণ, উপকারীর উপকার অস্বীকার আর তাকে আঘাত করা, এই তো সংসারের নিয়ম। দুপাশের চাষিদের জমির পরিমাণ যথাযথ রাখা, ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কমানো- এসব করার পরেও আমাকে কেটে নেওয়ার দিকেই ওদের মন!

দ্বিতীয় সাক্ষী বটগাছ।

বটগাছ বলছে বটেই তো। ছায়া দিই। শ্রান্তি দূর করি। পাখ পাখালকে দিই আশ্রয়। ফল হয়, যে যা পায় তাই নেয় ছি'ড়ে। ফল খায়, পাতা ছেঁড়ে, ছাল তোলে, ঝুরিতে দোল খায়!

বিষণ্ণ বিভ্রান্ত বামুনের তৃতীয় সাক্ষী শেয়াল।

শেয়াল বলতে লাগল- কিসের দ্বন্দ্ব, কোন পরিস্থিতিতে কে কাকে কি বলল, কে কি করল, জানা দরকার। তার বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ল বাঘ। বিরক্ত হয়ে বলল, এই ভাবে ছিলাম খাঁচায়, আর বামুন .....। কথা শেষ করার আগেই তার খাঁচায় আবার হুড়কো পড়ল। শেয়াল বামুলকে্ বলল উপকারীর উপকার স্বীকার করা ভালো মানুষদের লক্ষণ, আর দুর্জন বাঘদের কথায় বিশ্বাস করার কোন মানে নেই।

এই গল্প দুটো আমাদের কি বলছে? নিশ্চয় তার লক্ষ্য বোকা বামুনের চরিত্র তৈরি। সরল, বাস্তববুদ্ধিহীন মানুষ। যদি এই চরিত্র লক্ষণ সমাজ- মনে বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে আরও একটা দিকে চরিত্রের লক্ষণটি পুনর্গঠিত হতে পারে আড়ালের কথাটি হল এই রকম চরিত্রের মানুষই আধ্যাত্মিক (Spiritual) কার্যক্রম পরিচালনার উপযুক্ত। এখানেই বোকা বামুনের অভিপ্রায় (motif)- টির ধর্মীয় ও ধর্মসম্মত সমাজগঠনের কৌশলটি আবিষ্কার করা সম্ভব।

পকতন্ত্রের বোকা বামুনের কথাও সকলের জানা। ছাগল শিশুটি প্রতারকদের ছলাকলায় কুকুরের বিভ্রান্তি নিয়ে এল। ভাবটা এই প্রতারকের সংসারে এরকম বামুনরাই পারে সমাজকে নীতির পথে, আধ্যাত্মিকতার লক্ষ্যে পরিচালিত করতে।

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্সওয়েলার লক্ষ্য করেন, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় যে মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্য তার ছকটি অনেকটা এই রকম।

শ্রদ্ধা-অর্থ ও শক্তি ।। ব্রাহ্মণ

২

শক্তি-শ্রদ্ধা ও অর্থ ।। ক্ষত্রিয়

৩

অর্থ-শ্রদ্ধা ও শক্তি ।। বৈশ্য

৪

শ্রদ্ধা-শক্তি-অর্থ কিছুই যাদের নেই ।। শূদ্র

উক্ত ১ ২ ৩ - এর মিথষ্ক্রিয়ায় (Symbosis) যে সামাজিক সাঠামো তৈরি হয় তাকে তাই ৪ই গোষ্ঠির পক্ষে তাদের উপর অনন্য নির্ভরতার পরিস্থিতি গড়ে তোলে । সুতরাং এই পরিস্থিতির এক বিপরীত সত্য তুলে ধরে বোকা বামুনের গল্প । গল্পগুলি আপাত অশ্রদ্ধার মারফৎ সৃষ্টি করা হাস্যরসকে ব্যবহার করে -- শ্রোতৃমন্ডলীর মনে অভিঘাত সৃজ্যনর উদ্দেশ্য । এই অভিমত শেষপর্যন্ত বামুনের প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাই জাগায়।

প্রায়োগিক লোক-সংস্কৃতির (Applied Folkler- এর --- ধারনা) নানান আপত্তি শোনা যায়। লোক- সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করা যায় না -- তা তৈরি হতে থাকে ; লোক সংস্কৃতির মধ্যে ভাবাদর্শ যুক্ত করে দেওয়া অসম্ভব, তাতে তার স্বরূপ নষ্ট হয়, প্রাণসত্তা ধবংস হয় । জন সমর্থন হারাতে থাকে লোক সংস্কৃতির উপাদান । সমাজতন্ত্রের প্রথম পর্বে (যে কোন জনপ্রিয় আন্দোলনের সূচনায় যেমন) লোকসংস্কৃতিতে পরিবর্তনের আভাস লক্ষ-করা গেছে । পরবর্তী সময়ে দূরবর্তী প্রান্তীয়, অবতলবর্তী জনসত্তার আত্মপ্রকাশকে সংরক্ষণের নামে লোক শিল্পীদের সংগঠিত করে সরকারি ভাবাদর্শ যুক্তকরার প্রবণতা লক্ষ করা যায় ।এর ফলে লোক সংস্কৃতির অবক্ষয় হয়েছে ।

বোকা বামুনের অভিপ্রায় কিন্তু অত্যন্ত সুকৌশলে ঘোষিত হয়েছে । দিনের পর দিন ব্যবহার করার ফলে এ গল্প লোক জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে স্বাভাবিক প্রকাশ (natural expression) হিসাবে । গল্প- কথকের সত্তা আড়াল হয়ে গেছে -- কথকের উদ্দেশ্য কিন্তু থেকে গেছে । একেই মূল্যবোধ বলছি ।

[২]

অধুনা মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত প্রতন্ত্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে ২২/২৩ টি জড়ানো পটের কথা (Narrative) সংগ্রহ করেছি । সেই কথাগুলির মধ্যে কয়েকটি আধুনিক নির্মণ । যথা ঃ-

১। পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড় ; ২। কলিকালের রং তামাসা ; ৩। বৃক্ষরোপণ ; ৪।শ্বশুরবাড়ি জামাই হত্যা ;
৫। গণশিক্ষা ; ৬। বধূ নির্যাতন ও ৭। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি । এই সাতটি পট কথায় উপরে বিশেষিত মূল্য বোধের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । কাহিনী নির্মাণে এই পটভূমির উপস্থিতি কিছু না কিছু থাকেই । আর শেষ পর্যন্ত গল্প কেবল গল্প থাকে না, যে মানুষ তা সৃষ্টি করছে তার জীবন দৃষ্টি, জীবনদর্শন ও জীবন সমালোচনা হয়ে ওঠে তার বাচ্য ও লক্ষ্য । পাশাপাশি যে সব মানুষ নীরবে কাহিনী শুনে যান, তাদের ভাবসত্যও ক্রিয়া করে ।

প্রথমেই দেখা যাক কথকের দৃষ্টিভঙ্গি কি ভাবে ধরা পড়েছে উক্ত কাহিনীগুলিতে । কয়েকটি উদাহরণ নিচ্ছি । ১৮।৮।২০০০ বিকেল চারটে তিরিশ মিনিটে বাংলা বিভাগ, যীদববপর ৰিবিদ্যালয়ে গোলাপ চিত্রকর (৫২ বৎসর) 'পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড়' শুনিয়েছিলেন । পরে ২১।১০।২০০০ তারিখে হরিচক গ্রামে একই গান আবার শুনিয়েছেন । দুটি গানের পাঠ একরকম নয় । ১৮।৮।২০০০ এর পাঠে ছিল এই স্তবক ঃ

বিজ্ঞান বলে নাইক ভগবান ।
আগাম নিগম সব কথা যে
বলে দেয় বিজ্ঞান ।
তাহলে কেন করে দিলে না সাবধান ।
বিজ্ঞান কি আর ছিল না
আজব ঘটনা ।।

২১।১০।২০০০ এই স্তবকটি বলেন নি গোলাপ, তবে শেষাংশের পাঠ দুদিনের গানেই ছিল । সেখানেও ভাবাদর্শ স্পষ্ট ঃ

মুসলমানে ভজে আল্লা

হিন্দু হলে ভগবান ।
সাঁওতাল ভজে মারাং বু
গড ভজে খ্রিষ্টান ।।
কিন্তু প্রকৃতিকে মানছে বিজ্ঞান
নাস্তিকরা তো মানছে না
আজব ঘটনা ।।

বোঝাই যায়, এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে ঘটনার তাৎপর্য কথকের মনে বি প্রকৃতির অনন্ত লীলার বুদ্ধি ও যুক্তির অগম্য বিষয়গুলির ব্যাখ্যা পেতে চেয়েছে । সীমিত সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান (spiritual analysis) সম্পর্কে তাঁর নিজেরই দ্বিধা আছে । প্রথম দিন ব্যক্তিগত ভাবে বলা উচ্চারণ (বাংলা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীদের সামনে) দ্বিতীয় দিন আসরের মতো পরিস্থিতিতে (এ দিন F E R I অর্থাৎ Folkloristic Education & Research Institure- এর উদ্যোগে প্রথম ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয় উক্ত গ্রামাঞ্চলে) গোলাপের মনে হয়েছে ঐ ব্যাখ্যাটি অপ্রয়োজনীয় । আসরের প্রয়োজন অনুসারে কাহিনীর রূপান্তর এই ভাবেই ঘটে । সংযোজন (interpolation বা incorporation) যেমন ঘটে সম্পাদন (editing) এর প্রক্রিয়াও তেমনি ঘটতে থাকে ।

শুভ চিত্রকার (২৫ বৎসর) থাকেন পাশের গ্রাম নানকার চকে । তাঁর বলা 'কলিকালের রং তামাসা' -য় আধুনিকতা সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা শোনা যাচ্ছে । যথা ঃ-

তিন যুগেতে কভু মোরা মাইলো দেখি নাই ।
(এই) ঘোর কলিতে মাইলো খেয়ে লাজে মরে যাই ।।
এসব কথা বলতে আমার প্রাণ করে হেঁচ পেঁচ ।
আজকাল মেয়েদের বাবু ছাতি টিপা জান ।।
কে বা বলে তোমার ঘর করব না বাবার বাড়ি যাব ।
তোমারে ডাইভোর্স করে অন্য স্বামী নেব ।।

আধুনিক সমাজের দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্ব কিংবা আধুনিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার পরিস্থিতি শুভর কথায় স্পষ্ট ঃ

('আবার') চলছে একা চাউনি বাঁকা চোখের ইশারাতে ।
('আবার') তোমার সঙ্গে দেখা হবে সিনিমা তলাতে ।।
('আবার') বুড়ি উঠে ভোর না হৈতে বৌমা বিছানাতে ।
('আবার') খেটে খেটে দেখ বুড়ির কোমর গেছে বেঁকে ।।

এই গান গাইবার সময় শুভ'আবার' বলে টান দেবার অবকাশে শ্রোতৃমন্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন ; যা হচ্ছে তা যে ভাল নয় সেরকম সমর্থন সূচক অস্ফুট হাস্যরোল ছড়িয়ে পড়তে থাকে । আসর তখন থ ফিনেগান কথিত পরিস্থিতির আভাস দেয় । লিখেছেন থ ঃ-

"The whole concept of a stanza is based on the principle of repetition.. This is particularly striking when verbal as well as metrical parallelism is involved. In some poetic cultures this is developed to a high degree." ("Oral Poetry – Its nature, significance and social context," Cambridge University Press. Cambridge, 1997, --104 পৃঃ)

রিচার্ড এম. ডরসন লিখছেন নাগরিক সমাজ যখন লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হয়, তখন লোকসংস্কৃতি পুনরাবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি হয় । এই অবস্থাটি, তাঁর বর্ণনায় ঃ "America, the land of plenty, must undoubtably own plenty of folklore. Now, in the era of their world eminence, Americans should proudly unfurl their folk heritage. Hence the …… " folksingers" titillating urban audiences in Town Hall and Broadway cabaret, of mammoth treasuries cramming together anecdotal slabs of local color, jocularity, sentiment and nostalgia in the name of folklore, of guided folk dance and folk art revivals, of what in short one critic has called the "cult of the folksy". Ironically the love of the folk was strained and trumpeted through the mass media as a patriotic act ……..For this contrined, romantic picture of folklore I coined, in 1950, the term "Folklore". Folklore falsifies the raw data of folklore by invention, selection, fabrication, and similar refining processes, but for capitalistic gain rather than for totalitarian conquest. (American Folklore, the University of Chicago press, Chicago, দ্বিতীয় সংস্করণ ; 1960,3 পৃঃ) । পুরোপুরি এই পরিস্থিতি আমাদের দেশে নেই । দীর্ঘ দিন বামপন্থী শাসন চলাকালীন আমাদের প্রদেশে

লোক শিল্পীদের সংগঠিত করার ধারাবাহিক প্রয়াসের ফলে লোকসংস্কৃতি বদলে গেছে কিছুটা । ডরসন যেমন দেখেছেন "calculating" পদ্ধতিতে লোক-সংস্কৃতিকে বদলে দেবার কান্ড, দেখেছেন "Self-consicious effort" কেমন করে লোকসংস্কৃতিকে জন সংস্কৃতিতে পরিণত করার চেষ্টা করে ঃ "The voice not of the folk but of the mass culture." (ঐ ; 4 পৃঃ) সমাজতন্ত্রের প্রথম দিকে এরকম ঘটনা প্রায়ই ল৭ করা গেছে । ডরসন দেখেছেন , ১৯৪৫ সালে বোগাতিয়েরেভ-এর-লোক-সংস্কৃতি একটি গ্রন্থের যখন ১৯৫৬ সালে নতুন করে সংস্করণ হয়, নতুন করে দুশোর চেয়ে বেশি স্ট্যালিন সংক্রান্ত বিষয় সংযোজিত হয় ! লোক-সংস্কৃতিকে বলতে হবে গণসংস্কৃতি । একটু নমুনা দিতে চাই ।

১। বৃক্ষ না থাকিলে পরে
ক্ষতি করে বৃষ্টি-ঝড়ে
ক্ষতি করে আজ পোকা-মাকড়ে
ফলছে না ফলন । .....
বেশি গাছ থাকলে পরে
অনাবৃষ্টি হবে নারে
ক্ষতি করে না পোকা-মাকড়ে
ফলিতেছে ফলন । .....

(নুরজাহান চিত্রকর, ৪৫ বৎসর, হবিচক গ্রাম, সুফিয়া চিত্রকর, ৪০ বৎসর, নানকার চক গ্রাম । ২১.১০.২০০০ তারিখে দুপুরে এই গান তারা শুনিয়েছেন ।)

২। দেশে দেশে বিষ ছড়াচ্ছে
নতুন নতুন অসুখ হচ্ছে
ডাক্তার মতে বুঝা গেছে
এই রোগে হয় মরণ । মা ভগ্নীগণ .....।
শিক্ষা কর ঘরে ঘরে
আগিয়ে চল ভারত জুড়ে
ঘৃণা কর কুসংস্কারে
ও ভাই জনগণ । মা ভগ্নীগণ .....।
তিপ্পান্ন বছর স্বাধীন হয়েছে
দুঃখু সংসার হয়ে গেছে
দেশ আমাদের পিছিয়ে
অশিক্ষার কারণ । মা ভগ্নীগণ .....।

(নুরজাহান চিত্রকর ৪৫ বৎসর, হবিচক গ্রাম)

৩। এ যে সত্যি কথা মনের কথা প্রাণের কথা ভাই ।
মন্দির মসজিদ লয়ে ঝগড়া মোদের প্রাণে ব্যথা পাই ।।
মন্দিরের কথা বলব কি আর পাই যে মনে ভয় ।
দেশের এত ক্ষতি দেখে মনে দুঃখ হয় ।।
হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই সবাই হেতা থাকে ।
সব জাতি ভালবাসে মোদের ভারত মাকে ।।
এস ছাত্র এস যুব এস মহিলার দল ।
এগিয়ে যাব মুছব মোরা সবার চোখের জল ।।
বাঁচবে যদি মিছিল কর ওগো জনগণ ।
ভারতবর্ষ রক্ষার তরে পণ করগো এখন ।।
সচেতন হও জনগণ ইংরেজ এসে যাবে ।
অখন্ড ভারতবর্ষকে খান খান করিবে ।।
রাজ্য আছে রাজনীতি হবে কোন ব্যাপার নাই ।
ধর্ম লয়ে রাজনীতি করা কখনো শুনি নাই ।।
....
হিন্দু নয় মুসলিম নয় আমরা মানুষ ভাই ।
জাতিভেদ নয় দেশের মধ্যে মানুষের ঐক্য চাই ।।
দেশ আমাদের মা আমাদের আমরা মায়ের জাতি ।
জাতি লয়ে বন্ধ হোক নোংরা রাজনীতি ।।
(ফজলু চিত্রকর, ২৮ বৎসর, নানকার চক)

বলাবহুল্য বিশেষত এই শেষ উদাহরণে ফজলু-র পট সঙ্গীত মোটেই লোক-সংস্কৃতির উপাদান নয় । এ একান্ত ভাবেই বর্তমান সংকটের একটি রাজনৈতিক ভাষ্য । মিছিল করার ডাক কখনই লোক-সংস্কৃতির উপাদান নয় ।

[৩]

তৃতীয় এক ধারার কথ্য বলা দরকার । সমীক্ষার মারউৎ পাওয়া গেছে আরও কয়েকটি পট-সঙ্গীত । সেখানে আছে ভাবাদর্শের স্ব-বিরোধ । আধুনিকতা অ ার রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মনে হয় লোকজীবন সেই সমস্ত প্রসঙ্গকে এখনও গুত্বপূর্ণ ভাবছে- তাদের অনুভূতিতে এই সব প্রসঙ্গ এখনও ঝঙ্কার তোলে ।

'শাশুড়ী বৌমার ঝগড়া' —শুনিয়েছেন গোলাপ চিত্রকর (হবিচক ; ৪৫ বৎসর) । তার সঙ্গীতে বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ আছে, যা থেকে মনে হয় নতুন নতুন ম াধ্যমের চাপে পট-সঙ্গীতে হারিয়ে ফেলেছে তার পূর্বতন ক্ষেত্র, সংকুচিত হয়ে আসছে তার উপযোগিতা । নতুন একটি মাধ্যম চলচ্চিত্র, তার অপরিসীম প্রভাব পড়ছে গ্রাম জীবনে । দু একটি উদাহরণ আনতে হচ্ছে,

১। কলিকালের কথা শুনে এখন বলে যাই ।
ঘোর কলির লীলাখেলা সবারে জানাই ।।
ঘোর কলিতে এবার হতে সিনেমা যে এল ।
শাশুড়ী বৌমা দুই জনাতে ঝগড়া বেধে গেল ।।
বধূ গেল ঘাটে ওগো চাউল ধুইবারে ।
ধোয়া চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখার তরে ।। (শাশুড়ী বৌমার ঝগড়া ; গোলাপ চিত্রকর, ৪৫ব,
হবিচক)

২। (আবার) চলছে একা চাউনি বাঁকা চোখের ইশারাতে ।
(আবার) তোমার সঙ্গে দেখা হবে সিনিমা তলাতে । (কলিকালের রং তামাসা ; শুভ চিত্রকর, ২৫ বৎসর
, নানকার চক) ।

শুধু চলচ্চিত্র নয়, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন নতুন যান বাহন ও ব্যবস্থার সঙ্গেও পরিচয় ঘটছে পটিদারদের ('পটুয়া' বলি আমরা মাগরিক মানুষ, মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে এদের নাম সধারণভাবে পটিদার) 'পারাদ্বীপের ঘূর্ণিঝড়' পট-সঙ্গীতের এইসব পংক্তি লক্ষ কন ঃ

১। সরকার থেকে উদ্ধার করে
ঘূর্ণিঝড়ের সব মানুষকে সরাল দূরে
তাদের খাবার দিচ্ছে হ্যালিকপ্টারে ।।
এই হল আলোচনা .....

২। পারাদ্বীপ থেকে যাচ্ছিল এক বাস ।
ঘূর্ণিঝড়ে উড়ল গিয়া তিরিশ ফুট আকাশ ।।
বাসের লোকে বলছে সবাই
করছে হরির সাধনা । .....

নতুন প্রজন্মের নারীদের সম্পর্কে, পটুয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি গানে প্রায়ই রক্ষণশীল । 'শাশুড়ী বৌমার ঝগড়া'র কথা লিখেছি । আর একটু লিখি ।

১। চাল ধুয়ে সে চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখতে যাওয়ার কীর্তি বুঝতে পারেন শাশুড়ী । তিনি শ্বশুরের কাছে গোটা ব্যাপারটা ফাঁস করে দেন । তখন শ্বশুর মশ াই বিচিত্র ব্যবহার করেন । যথা ঃ

ধোয়া চাল বিত্রি করে সিনেমা দেখার তরে ।।
ঘরে ছিল বুড়ি ঐ যে দেখিবারে পায় ।
(আর) বুড়ি গিয়া বুড়ার কাছে করে হায় হায় ।।
বৌমার কথা শুনে বুড়ার হাওয়ায় চৈতন নড়ে ।।

২। চৈতন-নড়ার ছবিটি পট চিত্রের এক বিশিষ্ট recurrent motif বার বার ফিরে আসে । কালিকালের রং তামাসা শোনাবার অবসরে শুভও এ প্রসঙ্গে এসেছেন । যথা ঃ

একশত শতভাগ নিরানববই ভাগ হৈল ।
(আবার) লিখাপড়া শিখে দাদারা বেকার হয়ে গেল ।।
একপাত ইংরেজি পড়ে বাপকে বলে গুড মরনিং স্যার ।

এসব কথা শুনে বাবুর চৈতন খিচে গেল ।। (শুভ চিত্রকর, ২৫ বৎসর ; নানকার চক)

দৃষ্টিভঙ্গির কথা পরে আবার লিখব, এখন দেখানে দরকার গোলাপের পট-সঙ্গীত আর শুভর পট-সঙ্গীত একই উৎস থেকে এসেছে । দুটি গানেই এক অ াধটি ছবি প্রায় এক রকম ।শ্বশুরের টিকি নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটি উল্লেখ করেছি । অন্য দুটি সমধর্মী চিত্র মিলছে । (১) হাতেহারিকেন নিয়ে বৃদ্ধশ্বশুর ন াচছেন ; (২) ক্ষুধার্ত শাশুড়ী পুকুর ঘাটে গিয়ে শালুক তুলে খাচ্ছেন । এই দুটি ছবির সূত্রে কিছু গানের কলি ব্যবহার করেছেন দুজনেই । দেখাচ্ছি ঃ

- - শুভর ভাষ্য —	— গোলাপের ভাষ্য —
আবার) রাগে নিতাই বাবু হারিকেন নিয়ে নাচতে লেগে গেল । বুড়ি এসে বলে অলউক্ষাবুড়ার কি খাচনি এসে গেল ।। এ বুড়ি রাগে তখন জলে ডুবতে যায় । (আবার) চড়া-পুকুর দেখে বুড়ি শালুক তুলে খায় ।।	খাবার আনিতে বুড়ির দেরি হয়েছিল । বৌমা রাগে ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দিল ।। মনের দুঃখে বুড়ি সেদিন জলে ডুবতে যায় । চড়া পুকুর দেখে বুড়ি শালুক তুলে খায় ।। ঘরে ছিল বুড়া তার যে দেখিতে পাইল । হারিকেন লিয়া লিতাইর বাপ লাজতে লেগে গেল ।। পুকুর থেকে বুড়ি ডাকে ঐ পাড়া পড়শিকে । (বলে) আজকে কেন বুড়া ওলাউঠার নতুন অসুখ হইছে ।।

মজাদার কিছু চিত্রকে পরিভেশন করার জন্য আগে ছবি বা পট অঙ্কন করে তাকে বর্ণনায় আনার চেষ্টা করেছেন পটুয়ারা । এই রকম ভাবতে হচ্ছে । কারণ শুভ আর গোলাপের গানের ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে মিস নেই, স্থির ছবিগুলির অবশ্যই মিল আছে ।

পট-সঙ্গীতে বিধৃত ভাবাদর্শের আর একটু পরিচয় পাচ্ছি শ্বশুর বাড়ি জামাই হত্যা' আর 'বধূ নির্যাতন' শীর্ষক মর্মস্পর্শীপট সহগীতে । মোহনপুর গ্রামের বিনে াদ বেরার কন্যা চন্দ্রমুখী । প্রতিবেশীর ছেলের সঙ্গে তার গোপন প্রেম কথা বর্ণিত হয়েছে শ্বশুর বাড়ি জামাই হত্যা' পট সঙ্গীতে । মাধ্যমিক উত্তীর্ণ চন্দ্রমুখীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের চাকুরিরত এক পাত্রের বিবাহ হল । বিনোদ বেরার ইচ্ছা ছিল পাত্র ঘর জামাই থাকুক । আট দিন পরে চাকুরি স্থানে যেতে হল চন্দ্রমুখীর প্রবাসী স্বামীকে । আর তখন 'গোপন গিরির দোকানদার' বনমালীর সঙ্গে চন্দ্রমুখীর সম্পর্ক নিবিড় হল । স্বামীকে হত্যা করার চেষ্টা করল তারা । সে চেষ্টা অবশ্য সফল হল না । বিচার কক্ষের বর্ণনা দিয়েছেন পটসঙ্গীতকার ঃ

দেখ ভাই কালের গতি ছেড়ে পতি অন্যে দিল মতি ।
এরাই নাকি কলি যুগে দ্বাপর যুগের সতী ।।
জামাই ছেলে ভালো হল ছয় মাসেরই পরে ।
আর বনমালী চন্দ্রমুখী হাজত খেটে মরে ।।
বিচারপতি এসে সে ঐ বিচার আরম্ভিল ।
বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল ।।
বিচারের রায় হল শুনতে পেল যত শ্রোতাগণ ।
বনমালীর ফাঁসি হল চন্দ্রার চির নির্বসন ।।
করো না এমন কাজ পড়বে বাজ লক্ষ্য কর কারে ।
বিচারপতি আছে একজন সচ্চা বিচার করে ।।
দেখত ভাগবতে লিখা আছে পাপ পুণ্যের কথা ।
অপরকে ঠকাতে গেলে নিজে ঠকে সেথা ।।

আধুনিক এক সমস্যায় 'ভগবতে'র কথা, উচ্চতম ভগবৎ-বিচার-প্রক্রিয়ার সংবাদ ভাঁজ করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন পটুয়া ; আর এখানেই খেলে যাচ্ছে তার ভাব াদর্শ ।

'বধূ-নির্যাতনে'র পট-সঙ্গীতে আছে আর একটি কাহিনী । সেখানকার ভাষ্যটি তুলনামূলক ভাবে আধুনিক ভাবাদর্শ হক্ষা করেছে । একটি সাধরণ পরিব ারের কাহিনী বলেছেন পটুয়া । নদীয় জেলার রানাঘাট-এর দুর্গারানি নামক বিধবা মবিলার দুই ছেলে কালিপদ আর হরিপদ । কষ্টে সৃষ্টে তাদের দিন কাটে । কালিপদ এম.এ.পাশ করে, চাকরি পায়-- চলে যায় বর্ধমানে । বাইপুরের রাজেন সরকারের মেয়ে উষারানির সঙ্গে কালিপদর বিয়ে দেওয়া হয় । কন্যা উষারানি বি.এ. পাশ । বিয়ের দেনাপাওনা ঠিক হল ঃ

যৌতুক সম্বন্ধে তাদের মন কষা হল ।।
কুড়ি হাজার টাকা দেবে বোতাম সাথ ঘড়ি ।
মেয়ের গলায় হার দিবে আর দিবে চুড়ি ।।

বিয়ে হয়ে গেল, তবে 'পণ দাবির টাকা বাকি রইল পাঁচ হাজার ।' রানাঘাটে মায়ের কাছে উষাকে রেখে কালিপদ চলে গেল তার কর্মস্থলে । আর দুর্গাদেবী পুত্রবধূর উপর অত্যাচার চালাতে থাকায় একদিন 'গভীর রাত্রে উষারানি গলায় দিল ফাঁসি ।' বিচার হল । বিচারের শেষে হল 'দশ বছরের সাজা' । এই দুটি পট-সঙ্গীত একই ব্যক্তির রচনা । বলে নিই, পটুয়ারা যদিও দাবি করেন এসব তাদের লেখা, তবু কতকগুলি কারণে তা মেনে নেওয়া, বর্তমান প্রাবন্ধিকের মক্ষে যুক্তি সম্মত বোধ হয় না । সে যুক্তি এখানে উত্থাপন করছি না । দুটি পট-সঙ্গীত যে একই ব্যক্তির রচনা তার কারণ এ-দুটির রচনা রীতির বৈশিষ্ট্য বিশেষত চরিত্র ভাবনা আর পরিস্থিতি (Situation) তৈরিতে দুটি গানের মধ্যেই একই রকম মনোভঙ্গি স্পষ্ট হচ্ছে । 'বধূনির্যাতন' পট-সঙ্গীতেও পাচ্ছি মৃত উষাকে দেখে কালিপদ কেঁদে ফেলেছে । ঠিক যেমনটি সিঙ্গাপুর প্রবাসী অনান্নী পাত্রটির ক্ষেত্রেও ঘটেছে । বিশেষত বিচার পর্বের বিবরণটুকু লক্ষ কন ।

– শ্বশুর বাড়ি জামাই হত্যা –	– বধূ নির্যাতন –
বিচারপতি এসে সে ঐ বিচার আরম্ভিল । বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল ।। বিচারের রায় হল শুনতে পেল যত শ্রোতাগণ । বনমালীর ফাঁসি হল চন্দ্রার চির নির্বাসন ।।	বিচারপতি এসে শেষে বিচার আরম্ভিল । বিচারের মাঝে জামাই কাঁদিতে লাগিল ।। বিচারের রায় হল শুনতে পেল শুনতে বড় মজা । বিচারেতে দুর্গার হল দশ বছরের সাজা ।

গোলাপ চিত্রকর গানের মধ্য দিয়ে দাবি জানিয়েছেন ঃ
জেলা মেদিনীপুর বেশিদূর লিখাপড়া নাই ।
অল্প কিছু লিখে ঐ সবারে জানাই ।।
চন্ডীপুর থানা আমার হবিচক ঘর ।
এইপদ গান করে শোনায় গোলাপ চিত্রকর ।। (শ্বশুর বাড়ি জামাই হত্যা ঃ গোলাপ চিত্রকর ৫২ বৎসর হবিচক) ।

কিম্বা ঃ
বউয়ের কথা শুনে কর্তা তার বাপকে মারতে আসে ।
গলায় দড়ি নিয়া বুড়া মরল অবশেষ ।।
এইখানেতে থেকে গেল আরও অনেক বাকি ।
আগে কিছু লিখব বাবু বেঁচে যদি থাকি ।।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা ।
আমার নাম গোলাপ চিত্রকর হবিচক ঠিকানা ।। (শাশুড়ী বৌমার ঝগড়া ঃ গোলাপ চিত্রকর ৫২ বৎসর হবিচক) ।

কবিতাটি থাকা সত্ত্বেও কেন আমি বললাম এ লেখা গোলাপের নয়, তা বোঝানোর জন্য শুভ চিত্রকরের গাওয়া কলিকালের 'রং তামাসা'-র কবিতাটি স্মরণ করছি । সেখানে আছে ঃ

সাত ছেলের মার বিয়ে হবে গো নিমন্তন্ন দিল ।
আনন্দেতে বুড়া রাখার চৈতন খিচে গেল ।।
এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা ।
লেখকের নাম ললিত জানা বড় পুরে ঠিকানা ।।

শুভ চিত্রকরের গান শোনার আগেই সেদিন শুনেছিলাম গোলাপের গান । দুটি গানের দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিস্থিতির আশর্চ্য মিল তাখনই আমার মনে সন্দেহ জাগায় । শুভকে জিজ্ঞেস করি এই ললিত জানা কে, তাঁর গান শুভ পেলেন কি ভাবে । লালিত জানাকে শুভ চেনেন না । গানগুলি সংগ্রহ করেছেন হাট থেকে । বস্তুত মেদিনীপুর জেলায় বিচিত্র ধরনের সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করছে । একই সঙ্গে আধুনিক পরিবেশ আর রক্ষণশীল কাঠামোর দ্বন্দ্ব- সংঘাত সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক লক্ষণ । হাট-সঙ্গীতে তারই প্রকাশ ।

গোলাপের গান না-হবার দ্বিতীয় কারণ ঐ ভাবাদর্শ । ভগবত অনুসারী পাপপুণ্যের বোধ তাঁর থাকার কথা নয় । তিনি ও তাদের মতো চন্ডীপুর থানার পটিদারেরা ধর্মে মুসলমান । এই সেদিনও নুরজাহানকে নিয়ে এসেচিলেন গোলাপ । সামান্য খাবার খেতে বললাম । নুরজাহান খেলেন না । আমার স্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করলেন । গোলাপের প্রতি আমি প্রতিপ্রশ্ন করলান রোজা রেখেছেন উনি, গোলাপ রাখেন নি । নুরজাহান সেদিন আমার স্ত্রীকে বললেন, কদিন ধরেই শরীরটা বেজুত ছিল, রোজা রেখে এখন শরীরটা ভালো আছে । বস্তুতপক্ষে পটুয়া সঙ্গীতের আসল রহস্য এইখানে । বাংলার পটুয়ারা ধর্মে মুসলমান, অথচ তাদের বিষয়বস্তু পুরাণ- নির্ভর হিন্দুধর্মের অনুষঙ্গে গড়ে তোলা পটচিত্র ও সঙ্গীত । এই দুই ভাবাদর্শের আন্তরসম্পর্ক তাদের জীবনচর্চয় ধরা পড়ে । বীরভূমের পটুয়াদের উপর গবেষণা করে বিনয় ভট্টাচার্য লিখেছেন ঃ "The chitrakars or patuas are known to the local Hindus and Muslims as a peculiar community who are neither Muslim nor Hindu as they follow both Muslim and Hindu rites and take food from both communities." (Cultural Oscillation-A study on Patua culture, নয়া প্রকাশ ; কলকাতা ; ১৯৮০ ; ৩৯ পৃঃ)

[৩]

আমরা দেখছিলাম পটুয়ারা যে সমস্ত কাহিনী উপস্থিত করেন, তার মধ্যে গল্প বলার (Narration) ভঙ্গিটা বোঝার চেষ্টা কেমন করে করেন । ব্যক্তির ভূমিকা নয় আমরা, দেখতে চেয়েছি সামগ্রিকভাবে একটি লোক-সমাজ কেমন করে লোক-মাধ্যমটিকে গড়ে তুলছে । আর সেজন্যই আমরা লেখকের সন্ধান করেছিলাম । অন্যথায় authorship এর বিষয়টি এখানে গুত্বপূর্ণ নয় । authorship এর প্রশ্ন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে মোটেই প্রধান নয় । প্রধান হচ্ছে কিভাবে বিষয়টি উপস্থাবিত হল । সেক্ষেত্রে আদি লেখকের তুলনায় বর্তমান উপস্থাপকের ভূমিকা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয় । তাই লালিত জানা নামক ব্যক্তি "বধূ নির্যাতন" কিংবা 'শ্বশুর বাড়ি জামাই হত্যা" -র পট সঙ্গীতের আদি রচয়িতা হলেও আমাদের কাছে গোলাপ চিত্রকরের ভাষ্যটিই গুত্বপূর্ণ বোধ হয় ।

আমাদের ক্ষেত্র –সমীক্ষার অবসরে একটি সমবেত পট গান শুনেছি বেহুলার ভাসান । নানকার চকের মহিলারা এ গান শুনিয়েছেন । তাদের নাম যথাক্রমে ঃ টুনি (২০ বৎসর) ফলজান (২৫ বৎসর) আয়েসা (২৮ বৎসর) শ্যামলী (১৮ বৎসর), গুলজান (৩৫ বৎসর) ও নুরজাহান (৪৫ বৎসর) । তাদের গানে একটি ধুয়া ছিল এই রকম ঃ

ডিঙ্গা সাজাও সাগরে সতীরে ।
ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে ।।
ভাসাও রে ডিঙ্গা সাগরে ।।

যারা গাইলেন তারা কি সবাই প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান শুনেছেন ? 'অন্বেষণ' নিবেদিত 'যেতে হবে' শীর্ষক ক্যাসেটের বি-অংশের দ্বিতীয় গান 'ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথীরে' (ক্যাসেট নং ৭৩৬০, 'গাথানি', কোলকাতা)

প্রতুল মখোপাধ্যায়ের এই গান তাঁর স্ব-রচনা হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে সুব্রত রূদ্র সম্পাদিত 'গণসঙ্গীত সংগ্রহ' -এ (পশ্য ঃ 'গণসঙ্গীত সংগ্রহ' ; নাথ পাবলিশিং ; কোলকাতা ; ১৯৮০ ; ৩৬০ পৃঃ) । সুরও প্রতুল বাবুর । হয় কি করে ? লক্ষ্য কন নানকার চকের মনসার পট-সঙ্গীতের প্রসঙ্গ ঃ

দিলাম মা বেহুলা তোরে দিলাম বর ।
ছয় ভাসুর স্বামী নিয়ে যাশ্বশুর ঘর ।।
সাত ডিঙ্গা সাজমা কৈল মনেরই হরিষে ।
মরা স্বামী বাঁচতে বেহুলা তবে গেল দেশে ।।
এরপর 'ডিঙ্গা সাজাও সাগরে সতীরে ।' .... ইত্যাদি ধুয়া জাতীয় সঙ্গীত অংশ । বলা নিষ্প্রয়োজন, এখানে 'সতী' শব্দটি অনেকটাই সঙ্গতি পূর্ণ । প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানে এরকম হয়েছে কিনা বিচার করা দরকার ।

যদি এমন হয়, পট-সঙ্গীত যারা গাইছেন তারা সমস্ত কথা ও সরই নিজেরা পেয়েছেন ধারাবাহিকভাবে, সামাজিক পরম্পরায় আর এই একটিমাত্র কলি তাদের উপর চেপে বসেছে প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গান থেকে, তাহলে সেটি হবে বিস্ময়কর । ঠিকই, তারা বৃক্ষরোপণ, মন্দির মসজিদ বিতর্ক, বধূ নির্যতন, সিনেমার ঢেউ প্রভৃতি নিয়ে গান গাইছেন, কিন্তু বেহুলার ভাসান গানে এই চমৎকার ধুয়াটি তারা প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নিয়েছেন সেরকম ভাবতে পারছি না । সব চেয়ে বড় কথা প্রতুলের গানে রয়েছে আধুনিক রূপ-কল্প গড়ার সচেতন প্রয়াস । 'পূবের আকাশ রাঙা হল সাথী ঘুমায়ো না আর জাগরে' কিংবা 'ডাঙ্গার টানে পরান ছিল বান্ধা কেনরে বন্ধু এতকাল' প্রভৃতি চিত্র রূপময় রচনার ভঙ্গিটি আধুনিক । আর প্রতুলের গানের তুলনায় নানকার চকের হতদরিদ্র পটিদার মহিলাদের বেহুলার ভাসানের তাল বৈচিত্র ও চালের দ্রুততা মন্থরতা অনেক বেশি মৌলিক মনে হয় । বাংলার ভাসানের তাল বৈচিত্র্য ও চালের দ্রুততা মন্থরতা অনেক বেশি মৌলিক মনে হয় । বাংলার একটি চিরায়ত লোক সঙ্গীতের ঢেউ কেমন করে নাগরিক গণ-সংস্কৃতির উপর এসে পড়ছে তার একটি সুন্দর উদাহরণ এই কলি তিনটি ।

পট-সঙ্গীতে প্রচলিত গল্প উপাদান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখলাম কেমন করে সমসাময়িক সমাজ ও ঘটনা- প্রবাহের ছাপ পড়ছে সেখানে । পাশাপাশি আধুনিক গণ-মাধ্যমগুলিতে নিশ্চয় এসব গানের ছাপ অল্প বিস্তর থেকেই গেছে । আর পট - সঙ্গীতের আসল ক্ষেত্র যে পৌরাণিক কথা- শিল্পের লৌকিক উপস্থাপনা (আমরা ইদানিং যাকে 'নিষ্পুরাণীকরণ' বলছি - (demythification) সে বিষয়ে পরে অন্য কোথাও আলোচনা করা যাবে ।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com